https://www.path-2-happiness.com/bn

কুসংস্কারঃ ইহা কাল্পনিক ও ভ্রান্ত চিন্তা ভাবনা ও বিশ্বাস যার কোন বিবেক প্রসূত বা যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক কোন কারণ নেই। মানব রচিত ধর্মগুলো কুসংস্কার ও কল্পকাহিনীতে ভরপুর, যার কোন দলিল নেই। একটি কুসংস্কারের উপর ভিত্তি করে আরেকটি কুসংস্কার তৈরি করে। আল্লাহ তায়া'লা যথার্থই বলেছেনঃ {বলুন,তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।}{ }[নমলঃ ৬৪]

বৈপরীত্যঃ এসব ধর্মগুলো বৈপরীত্যে ভরপুর। প্রত্যেক দল ও গোষ্ঠী পরস্পর বিরোধী কাজ কর্ম করে নিজেদের ধর্মের উন্নয়ন করে। আল্লাহ তায়া'লা যথার্থই বলেছেনঃ {পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতো অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত।} [নিসাঃ ৮২]

অন্যদিকে আসমানী ধর্মগুলো আল্লাহ তায়া'লার নেয়ামত যা তিনি মানব জাতিকে দান করেছেন। যাতে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হন ও সঠিক পথের দিশা পান। কুসংস্কার, শিরক, স্বভাব ও বিবেকের বৈপরীত্য ইত্যাদিতে ঘূর্ণায়মানদের বিরুদ্ধে যাতে দলিল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি নবী রাসুল প্রেরণ করে তাদের কাছে এ ধর্মপৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল,প্রাজ্ঞ।}[নিসাঃ ১৬৫]

https://www.path-2-happiness.com/bn

বৌদ্ধধর্মের অসঙ্গতি

বৌদ্ধরা -কিংবা তাদের কেউ কেউ- ইলাহকে অবিশ্বাস করে দাবী করে যে, বুদ্ধ আল্লাহর পুত্র। তারা আত্মাকে অস্বীকার করে পুনর্জন্মলাভে বিশ্বাস করে।